দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ১৩।৮।৮৮
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫।৬

সেশনজট নিরসনে ভার্সিটিগুলোর নিজস্ব পরিকল্পনা প্রয়োজনঃ আনিস

সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দে প্রস্তুত

।। খায়রুল আনোয়ার ।।

শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট আমাদের জাতীয় মেধা শক্তি ধ্বংস করে দিচ্ছে। এই সমস্যার সমাধান না করা গেলে ভবিষ্যতে আমাদের এর জন্যে আরও মূল্য দিতে হবে।

মন্ত্রী সেশনজট নিরসনের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেন, সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সরকার এই জাতীয় সমস্যা সমাধানে পূর্ণ আর্থিক সহায়তা দেবে।

শিক্ষামন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ।

গতকাল দুপুরে জাতীয় সংসদ ভবনে তাঁর অফিসকক্ষে দেয়া এ সাক্ষাৎকারে শিক্ষামন্ত্রী সেশনজট সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

সেশনজট নিরসনে সরকারের চিন্তাভাবনা সম্পর্কে আনিসুল ইসলাম মাহমুদ জানান, ইতিমধ্যে শিক্ষামন্ত্রণালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে সমস্যা সমাধানের জন্যে যদি অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ প্রয়োজন হয় তবে সেই অর্থ দেয়া হবে।

এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, 'দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হয় বার বার তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও সমস্যা নিরসনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন পর্যন্ত কোন 'কংক্রীট প্রোগ্রাম' নিয়ে আমাদের কাছে আসেনি। তবে সম্প্রতি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় একটি পরিকল্পনা পেশ করেছে। ইতিপূর্বে দেয়া আমাদের

৫-এর পৃঃ দ্রঃ

সেশন জট নিরসনে

(১ম পৃঃ পর)

আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি যে অর্থ চাচ্ছে, তা দিতে আমরা প্রস্তুত।"

ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ আরও বলেন, "শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে একথা স্পষ্টভাবে জানাতে চাই যে সম্পদের শত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই একটি বিষয়ে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান আমরা দেবো। কেননা সেশনজটের ফলে যে ক্ষতি হচ্ছে তা অপূরণীয়।" তিনি আশা প্রকাশ করেন যে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ও সেশনজট নিরসনে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মত এগিয়ে আসবে।

সমস্যা সমাধানের পন্থা সম্পর্কে মন্ত্রী বলেনঃ এ ক্ষেত্রে কয়েকটি উপায় আছে। অতিরিক্ত ক্লাস নেয়া অথবা দুটি সেশনের ক্লাস পৃথকভাবে একই সঙ্গে শুরু করা। এব্যাপারে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। যদিও এ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কেউ কেউ কথা তুলেছেন যে এক সঙ্গে এত ছাত্র বেরুলে সমস্যা দেখা দেবে। তিনি এ প্রসঙ্গে মত প্রকাশ করেন যে এ ব্যবস্থার ফলে কিছু সংখ্যক ছাত্রের সাময়িক অসুবিধা হলেও ভবিষ্যতে যারা আসবে তারা আর জটের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে না। মন্ত্রী আরও বলেন, সেশনজট নিরসনের উদ্যোগ মূলতঃ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেই নিতে হবে। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক বিষয়ে সরকার থেকে হস্তক্ষেপ করা হয় না। আমরা তাদের অনুরোধ করতে এবং গাইড লাইন দিতে পারি। এর কতটুকু বাস্তবায়ন হবে তা নির্ভর করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ওপর।

সেশনজট সৃষ্ট ক্ষতি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে শিক্ষামন্ত্রী বলেনঃ এ সমস্যার ফলে শিক্ষার্থী অভিভাবক এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রের ক্ষতি হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের শতকরা নব্বই ভাগই নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের। তাদের পক্ষে সন্তানকে চার বছরের জায়গায় সাত-আট বছর ধরে পড়ানো খুবই কষ্টকর। আসলে চার বছর পড়ানোই কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

শিক্ষার্থীর ক্ষতি প্রসঙ্গে আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, একজন তরুণ যখন তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়গুলোতে অনেক আশা ও স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যেতে চায় তখনই সে দেখে সবচেয়ে বড় হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির সামনে সে দাঁড়িয়ে। একজন ছাত্রকে এইচএসসি পাস করার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হওয়া পর্যন্ত সময়ে প্রায় দু'বছর বসে থাকতে হয়। এতে একদিকে তার মেধা ধ্বংস হয়ে যায়। অপরদিকে এই দীর্ঘ সময়ে লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত না থাকার ফলে অনেকের মাঝেই হতাশা জন্ম নেয়। অনেকে ড্রাগস প্রবণ হয়ে পড়ে, উচ্ছৃংখলতা দেখা দেয়। সেশনজটে শিক্ষার্থীর চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা শেষ হয়ে যায়। এর ফলে কর্মজীবনে প্রবেশ করে একজন তরুণের যেখানে পরিবারকে সহায়তা করার কথা সেখানে সে নিজেই দীর্ঘদিন ধরে পরিবারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকছে।

রাষ্ট্রীয় ক্ষতি সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন, একটি শিক্ষিত তরুণ সমাজ যারা দেশকে অনেক কিছুই দিতে পারত তারা কিছুই দিতে পারছে না।

সেশন জটের ফলে সরকার এবং শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের বছরে ১৩৩ কোটি টাকারও বেশি আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। এ ক্ষতি পূরণের উপায় কি জানতে চাওয়া হলে আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, কোন পরিসংখ্যান দিয়েই এ ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় না। এর প্রভাব সমাজের প্রতিটি স্তরে পড়ছে। ক্ষতির মূল্য ভবিষ্যতেও দিতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী দৈনিক বাংলাকে বলেন, সমস্যার সমাধান আমাদের দিতে হবে। আর সেশন জট নিরসন করেই তা সম্ভব। তবে বিষয়টি শুধু সরকার অনুধাবন করলেই চলবে না। শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং বিশেষ করে আমরা যারা রাজনীতি ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত তাদেরও উপলব্ধি করতে হবে।

তিনি বলেনঃ আমি বলব সেশন জটের প্রধান কারণ হচ্ছে রাজনৈতিক। রাজনৈতিক পরিবর্তন বা আন্দোলনের জন্যে আমরা বিভিন্ন দল বিভিন্ন সময় ছাত্রদের ব্যবহার করেছি। আর এটা করতে গিয়ে ছাত্রদেরই ক্ষতি করেছি। কেন না এ আন্দোলনের মাধ্যমে হয়ত কিছু দল বা গোষ্ঠীর লাভ হতে পারে। ছাত্রদের কোন লাভ নেই। আবেগে বা কিছু সংখ্যক ছাত্রের চাপে পড়ে অনেকে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে যায়। এতে লেখাপড়া নষ্ট হচ্ছে, নিজের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসছে। এ বিপর্যয় রোধ করতে ছাত্রদের বিষয়টি উপলব্ধি করা প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সরকারের হস্তক্ষেপে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়। ফলে সেশন জট সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন মহলের এ অভিযোগ সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেনঃ সরকার কখনই অযথা হস্তক্ষেপ করে না। যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে বোমাবাজি হয় বা রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্রদের ব্যবহার করতে গিয়ে গোলযোগের সৃষ্টি করে তখনই সরকার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করতে বাধ্য হয়। এক দিকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের যেমন অধিকার রয়েছে পড়াশুনা করার, তেমনি সমাজের সার্বিক আইন-শৃংখলা রক্ষা করাও সরকারের বিরাট দায়িত্ব। তাই আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি হুমকির সম্মুখীন হলে সরকারের কোন উপায় থাকে না।

আনিসুল ইসলাম মাহমুদ আরও বলেন, উপলব্ধি থেকে আমরা সরকারে থেকেও সরকারী ছাত্র সংগঠন বন্ধ করে দিয়েছি। আশা ছিল অন্য রাজনৈতিক দলগুলোও এ উপলব্ধিতে আসবে। তিনি বলেন, 'আমরা রাজনীতি করবো রাজপথে, পার্লামেন্টে। বিভিন্ন ফোরামে কথা বলব। সংবাদপত্রে বক্তব্য পেশের সুযোগ আছে। কিন্তু শিক্ষাঙ্গনে গিয়ে রাজনীতি করব না।

শিক্ষামন্ত্রী এ প্রসঙ্গে আরও বলেন, শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি করব না—এর অর্থ এই নয় যে ছাত্র বা ক্যাম্পাসে আর যারা আছেন তাদের কোন রাজনৈতিক মতবাদ থাকবে না। অথবা রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততা থাকতে পারবে না।

আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি ছাত্ররা নিশ্চয়ই রাজনৈতিকভাবে সচেতন থাকবে। যারা রাজনীতি করতে চায় তাদের সে স্বাধীনতাও থাকবে। তবে কথা সেই রাজনীতি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে নাকি বাইরে গিয়ে করবে তা বিবেচনার দাবী রাখে। ব্যক্তিগতভাবে যদি কেউ রাজনীতি করতে চায় তার জন্যে দল রয়েছে। দলের সদস্য হয়ে সে রাজনীতি করতে পারে। তবে আমরা শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতি থেকে মুক্ত রাখতে চাই।'